



10016 - সন্তানদেরকে দ্বীনদারি উপর প্রতাপিলন করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমার বাচ্চাদেরকে দ্বীনরে উপর গড়ে তুলতে ও তাদেরকে সংশোধন করতে আমাকে অনেকে বশে বগে পতে হচ্ছ। অধিকাংশ সময় আমি রিগে গিয়ে তাদেরকে মারি। অনুগ্রহ করে আমাকে এ বিষয়ে উপদশে দনি। এই বিষয়ে আমাকে কিছু উপকারী বইয়েরে খোঁজ দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সন্তান প্রতাপিলন করা পতিমাতার উপর করণীয় ওয়াজবি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই নরিদশে দয়িচ্ছেনে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই আদশে প্রদান করছেনে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهِا مَلَكَةٌ غَلاظٌ شِدَادٌ ۚ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ۖ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নজিদেরকে এবং তোমাদের পরবার-পরজিনকে (জাহান্নামরে) আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানি হবো মানুষ ও পাথর, যার দায়তিবে নয়িজোজি আছে নরিদয় ও কঠোর ফরেশেতার। তারা আল্লাহর নরিদশে অমান্য করে না এবং যা করার নরিদশে পায় তাই করে।”[সূরা তাহরীম: ৬]

ইমাম ত্বাবারী উক্ত আয়াতরে তাফসীরে বলেন:

‘আল্লাহ তাআলা বলেন: ওহে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করছে! তোমরা নজিদেরকে রক্ষা করো। তিনি বলছেন: তোমরা একে অপরকে এমন কিছু শখোও যার মাধ্যমে তোমরা যাদেরকে শখোচ্ছ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবে এবং জাহান্নামকে প্রতহিত করতে পারবে, যদি তারা তা শখি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করে। তোমরাও আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করো। আর আল্লাহর বাণী: ‘তোমাদের পরবার-পরজিনকেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো’ দ্বারা তিনি বলছেন: তোমরা তোমাদের পরবারকে আল্লাহর আনুগত্যমূলক আমল শক্সি দাও যার মাধ্যমে তারা নজিদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবে।’[তাফসীরুত ত্বাবারী (২৮/১৬৫)]

কুরতুবী বলেন, মুক্বাতলি বলছেন: এটি তার উপর তার নজিরে, তার সন্তানরে, তার পরবাররে ও দাস-দাসীর প্রাপ্য

অধিকার। ইলকিয়া বলেন: সুতরাং আমাদের উপর ওয়াজবি নজিদের সন্তান ও পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দ্যো, ভালো কাজ শিক্ষা দ্যো এবং যথেষ্ট পরিমাণ শিষ্টিচার শিক্ষা দেওয়া। আর এ মরমই রয়েছে আল্লাহর বাণী: ‘তুমি তোমার পরিবারকে নামাযের নরিদশে দাও এবং এর উপর ধরৈষ ধরো।’ আরও রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ‘তুমি তোমার নকিটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো।’ হাদীসে আরও আছে: ‘তাদের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তোমরা তাদেরকে নামায পড়ার নরিদশে দাও।’ [তাফসীরুল কুরতুবী (১৮/১৯৬)]

প্রত্যকে মুসলমিই আল্লাহর দকি দাওয়াত দানকারী। সুতরাং অন্যদের আগতে তার দাওয়াত পাওয়ার সর্বাধিক হকদার পরিবার ও সন্তান। আল্লাহ যখন রাসূলকে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন: ‘তুমি তোমার নকিটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।’ [সূরা শূআরা: ২১৪] কারণ পরিবারের লোকজনই তার কল্যাণ, অনুগ্রহ ও সদাচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পতিমাতার উপর আরোপ করেছেন এবং তাদেরকে সটে বাস্তবায়ন করার আদেশ দিয়েছেন:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা সকলই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যকেকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তত্ত্বাবধায়ক; তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারে তত্ত্বাবধায়ক; তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহে তত্ত্বাবধায়ক; তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদমে তার মনবিরে ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক; তাকেও তার মনবিরে ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবনে উমর বলেন: আমার মনে হয় তিনি আরও বলেছেন: পুত্র তার পতির ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক এবং এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যকেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” [হাদীসটি বুখারী (৮৫৩) ও মুসলমি (১৮২৯) বর্ণনা করেন]

আপনার কর্তব্য হচ্ছে: ছোটবলো থেকে আপন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসার উপর এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করে বড় করবনে। তাদেরকে জানাবনে যে, আল্লাহর তরী জান্নাত ও জাহান্নাম আছে। জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত। এর জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। নমিনোক্ত ঘটনাটি পড়ুন। এতে আপনার জন্য উপদেশ রয়েছে:

ইবনুল জাওয়াযী বলেন:

‘এক রাজা ছিলেন বপিল সম্পদের অধিকারী। তার কোনও ছলে সন্তান না থাকলেও একজন ময়ে সন্তান ছিল। ময়েকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। তাকে নানান খেল-তামাশায় ব্যস্ত রাখতেন। এভাবে বেশ কিছু সময় কটে গেলে। রাজার পাশে একজন ইবাদতগুজার মানুষ থাকতেন। এক রাত্তে তিনি কুরআন পড়তে গিয়ে এই আয়াতটা জোরে পড়লেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নজিদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানী হবে মানুষ ও

পাথর।” ঐ ময়ে তার পড়া শুনতে পাচ্ছিল। সে তার দাসীদেরকে বলল: তোমরা থামো। তারা থামছিল না। এদিকে ইবাদতগুজার লোকটা বারবার আয়াতটা পড়ছিল। আর ময়েটো দাসীদেরকে বলে যাচ্ছিল: তোমরা থামো। তারা থামল না। ময়েটো তার বুকরে জামায় হাত দিয়ে সটো ছাঁড়ি ফেলল। দাসীরা তার বাবার কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলল। ময়েরে বাবা তাকে বলল: ‘মামনি, গত রাত থেকে তোমার কী হয়েছে? তুমি কী জন্য কাঁদছ?’ তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ময়ে বলল: আব্বু! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, ‘আল্লাহর কি এমন একটা আগুনরে স্থান আছে যেটোর জ্বালানী হবে: মানুষ এবং পাথর?’ তিনি বললেন: হ্যাঁ। ময়ে বলল: ‘বাবা, এটা আমাকে জানাতে কীসে তোমাকে নষিধে করল? আল্লাহর কসম! আমি আর কখনো ভালো কিছু খাবো না, নরম বহিনায় ঘুমাব না যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি আমার বাসস্থান কোথায় হবে? জান্নাত; নাকি জাহান্নাম?’ [সফিাতুস সাফওয়াহ (৪/৪৩৭-৪৩৮)]

তাদেরকে পাপ ও বচিযুতরি ক্ষত্রে থেকে দূরে রাখাও আপনার দায়িত্ব। আপনি তাদেরকে টেভিসিহ অন্যান্য মন্দ উপকরণের উপর বড় হতে দিয়ে পরে তাদের কাছে দ্বীনদারতি আশা করবেন না। কারণ যে ব্যক্তি কাঁটা গাছ বপণ করে সে আঙুর ফল আহরণ করতে পারে না। ছোটবলো থেকেই এমনটা করতে হবে যেতে বড় হলে তাদের জন্য বিষয়টি সহজ হয় এবং তারা তাতে অভ্যস্ত হয়। আপনার জন্যও তাদেরকে আদশে-নষিধে করা সহজ হবে এবং তাদের জন্য আপনার আনুগত্য করা সহজ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের আদশে দবিরে। আর দশ বছর বয়সে তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার করবে এবং তাদের বহিনা আলাদা করে দবিরে।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৪৯৫) বর্ণনা করেন আর শাইখ আলবানী সহীহুল জামে’ (৫৮৬৮) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

তবে শাসনকারীকে অবশ্যই দয়াদ্র, সহিষ্ণু, নম্র ও কমেল হতে হবে। সে অশ্লীলভাষী হবে না। উত্তম কথা দিয়ে তর্ক করবে। গালমন্দ, তরিস্কার এবং প্রহার থেকে দূরে থাকবে। তবে যদি ছলে এমন হয়ে যায় যে আনুগত্য পরহির করে, বাবার আদশেরে চয়ে নজিকে বড় মনে করে, তার আদর্শি বিষয় পরহির করে, নষিদিধ কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে কোনো প্রকার ক্ষতনা করে তার সাথে কঠোর আচরণই সমীচীন।

মুনাওয়ী বলেন:

‘ব্যক্তির উচিত তার সন্তানকে শাসন করা যখন সন্তান বয়স ও বুদ্ধির এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যা তাকে শাসন করার উপযোগী। যেতে করে তাকে নেককার মুমনিদের চরিত্রেরে গড়ে তুলতে পারে, খারাপ লোকদেরে সাহচর্য থেকে দূরে রাখতে পারে। তাকে কুরআন, আদব, আরবী ভাষা শিক্ষা দিতে পারে। হাদিস ও সালাফদেরে বক্তব্য শোনাবে। দ্বীনরে বধি-বিধান শেখাবে, নামায ও এর অনুরূপ বিষয়েরে জন্য প্রহার করবে। এগুলো করা তার জন্য এক সা’ পরমিণ দান করার চয়ে উত্তম। কারণ সে যদি তাকে শিষ্টাচার শেখায়, তাহলে তার কাজটা সদকায়েরে জারিয়া হয়ে যাবে। আর এক সা’ পরমিণ দান করলে এর নকী

শেষে হয়ে যাবে। অন্যদিকে সন্তান যতদনি স্থায়ী হবে ততদনি নকী স্থায়ী হবে। শষিটাচার আত্মার খাদ্য হিসেবে কাজ করে এবং আখরিতারে জন্য আত্মাকে প্রতপালতি করে। “তোমরা তোমাদের নজিদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো”[সূরা তাহরীম: ৬]

সুতরাং আপনার জন্য নজিকে ও নজিরে সন্তানকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার উপায় হলো আপনি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবশেরে বশিয়ে ভীতি প্রদর্শন করবেন এবং উপদশে দাবিনে। বিভিন্ন প্রকার শাসনের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। এমন কিছু শাসন হলো: উপদশে দাওয়া, শাস্তির ভয় দেখানো, হুমকি দাওয়া, প্রহার করা, আটকে রাখা, উপহার দাওয়া, পুরস্কার দেওয়া, সদাচরণ করা। ভালো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শাসন করার পদ্ধতি খারাপ ইতার ব্যক্তিকে শাসন করা থেকে আলাদা।[ফাইয়ুল কাদীর (৫/২৫৭)]

সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে প্রহার করা একটা মাধ্যম। কিন্তু প্রহার করাটা মূল লক্ষ্য নয়। বরং সন্তান যখন গোয়ারতুমি করবে এবং অবাধ্য হবে তখনই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা যতে পারে।

শরীয়ত ইসলামে শাস্তির আইন নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম অনেকে অপরাধের শাস্তির বখান দিয়েছে; যমেন: ব্যভিচারীর দণ্ড, চোরের দণ্ড, অপবাদ প্রদানকারীর দণ্ড প্রভৃতি। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাদের অনষ্টি প্রতহিত করার জন্য এগুলোর বখান আরোপ করা হয়েছে।

ঠিক এ ধরণের ক্ষেত্রে পতির প্রতিরাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমিনোকৃত উপদশেটি উদ্ধৃত হয়েছে যাতে করে সন্তানকে অন্যায় থেকে দমিয়ে রাখা যায়:

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা এমন জায়গায় চাবুক ঝুলিয়ে রাখবে যাতে করে গৃহবাসী তা দেখতে পায়। কারণ এটা তাদেরকে শষিটাচার শেখাবে।”[হাদীসটি ত্বাবারানী (১০/২৪৮) বর্ণনা করেন। হাদীসটিকে হাইছামী ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদে’ (৮/১০৬) গ্রন্থে হাসান বলে গণ্য করছেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহুল জামে’ (৪০২২) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলেছেন]

সুতরাং সন্তান প্রতপালন হবে: উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয়টির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে। সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সন্তানরো যে পরিবশে বাস করে সেটির সংস্কার করা; তাদের জন্য হদোয়াতের উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। আর তা হলো তাদের প্রতপালনে দায়িত্বশীল তথা তাদের বাবা-মা নজিরো দ্বীনদার হওয়ার মাধ্যমে।

সন্তানদের প্রতপালনে সফল হওয়ার জন্য প্রতপালক যে উপায় গ্রহণ করতে পারনে তার মধ্যে অন্যতম হলো রকের্ডারের মাধ্যমে ওয়ায-নসীহত শুনানো, কুরআন তলোওয়াত শুনানো, আলমেদের আলোচনা ও দারসের ক্যাসেটে শুনানো। এমন ক্যাসেটের সংখ্যা অনেকে।



আর সন্তান প্রতাপালনরে ব্যাপারে আপন যি রেফোরেন্স বইগুলোর কথা প্রশ্নে জানতে চয়েছেন সে ব্যাপারে আমরা আপনাকে নমিনকৃত বইগুলো পড়ার পরামশর্ দবি:

- تربية الأطفال في رحاب الإسلام (তারবয়িতুল আত্‌বফাল ফী রহিবলি ইসলাম), লখেক: মুহাম্মাদ হামদে আন-নাসরে এবং খাওলা আব্দুল কাদরি দারউইশ।
- كيف يربي المسلم ولده (কাইফা ইউরাব্বলি মুসলমি ওয়ালাদাহু) লখেক: মুহাম্মাদ সাঈদ আল-মাওলাওয়ী।
- تربية الأبناء في الإسلام (তারবয়িতুল আবনা ফলি ইসলাম) লখেক: মুহাম্মাদ জামীল যাইনু।
- محمود مهدي الإستانبولي (কাইফা নুরাব্বি আত্‌বফালানা) লখেক: মাহমূদ মাহদী আল-ইস্তানবুলী।

مسئولية الأب المسلم في تربية الولد (মাসউলয়িতুল আব আল-মুসলমি ফী-তারবয়িতলি ওয়ালাদ) লখেক: আদনান বা-হারসি।

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।